

💵 নামাযের দো'আ ও যিক্র

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অষ্টমঃ সালামের পর বর্ণিত যিক্র রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফফান

সালামের পর বর্ণিত যিক্রসমূহ কি কি?

সালামের পর বর্ণিত যিক্র

استغفر الله استغفر الله استغفر الله»

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহ (তিনবার)

আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। (মুসলিম)

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (তিনবার)

হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, আর তুমিই শান্তির উৎস। হে মহামহিম ও সম্মানের অধিকারী মহিমান্বিত তুমি।

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير»

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। (তিনবার) (বুখারী - মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (رواه البخاري ومسلم)

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িয়ন কদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'য়া লিমা আ'ত্বইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (বুখারী - মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

হে আল্লাহ্! তুমি যে দান কর তা বন্ধ করার কেউ নেই আর তুমি যা বন্ধ রাখ তা দানকারী কেউ নেই। কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কাজে আসবে না, তোমার নিকটেই প্রকৃত সম্মান।

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوّة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيّاه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (رواه مسلم)



উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াব্দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িয়ন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়াছু, লাহুন নি'মাতু ওয়ালাহুল ফাদলু ওয়ালাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীনা ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরন। (মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত স্বীয় অবস্থা থেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার মা'বৃদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর পক্ষ থেকে যাবতীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহ তাঁই তাঁর জন্যই সকল উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্রিকার মা'বৃদ নেই, তাঁর দ্বীন আমরা একনিষ্ঠভাবে মান্য করি যদিও কাফেরগণ তা অপছন্দ করে।

«سبحان الله»

"সুবহানাল্লাহ" ৩৩ বার

অর্থ: আমি আল্লাহর জন্য যাবতীয় দোষ হতে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

الحمد لله

''আহামদ লিল্লাহ'' ৩৩ বার

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

الله أكبر

''আল্লাহু আকবার'' ৩৩ বার

অর্থ: আল্লাহ সবার বড়। অতঃপর বলবেঃ

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" (رواه البخاري و مسلم)
উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ ওয়াঞ্দান্থ লা শারীকালান্থ, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িদেকাদীর। (তিনবার) (বুখারী - মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

অথবাঃ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

আয়াতুল কুরসী



উচ্চারণ: (আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ূল কাইয়ূমু লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহূ মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদি। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ। ওয়াসি'আ কুরসিয়ূহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ। ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়ূল 'আযীম)।

অর্থ: "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসন্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সউচ্চ সমহান।"

ফরয নামাযের পর উক্ত আয়াতুর কুরসী পড়বে কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো বাধা নেই। (নাসায়ী)

''কুল হুয়াল্লাহু আহাদ'', ''কুল আউযু বিরাবিবল ফালাক'' ও ''কুল আউযু বিরাবিবন্ নাস'' প্রত্যেক নামাযের শেষে পড়বে।

(আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

সূরা ইখলাস:

70−(5)بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۚ ◘ ۞ اَللهُ الصَّمَدُ ۖ ۞ لَمْ يَلِدْ ذَ وَلَمْ يُؤِلَدْ ۞ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُوْلًا اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَلهُ الصَّمَدُ ۖ ۞ ۞ لَمْ يَكُنْ لَلهُ لَعَالَهُ الصَّمَدُ ۖ ۞ ۞ ،

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

সূরা ফালাক:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ۚ ﴿ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞۞ وَمِنْ شَرِّ النَّقَٰتٰتِ فِي الْعُقَدِ ۞۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ۞۞۞

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিকিন ইযা ওয়াক্কাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল 'উক্কাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। 'আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা



গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।" সূরা নাস:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞۞ اِلْهِ النَّاسِ ۞۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ذَ الْخَنَّاسِ ۞۞ ۚ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صَدُوْدِ النَّاسِ ۞۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞۞۞

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল 'আউযু বিরাকিরা-স। মালিকিরা-সি, ইলা-হিরাসি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খারা-স, আল্লাযি ইউওয়াসউইসু ফী সুদ্রিন না-সি, মিনাল জিরাতি ওয়ারা-স।)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

«اللهم إنّى أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا» (رواه إبن ماجه)

উচ্চারণ: আল্লাহ্ন্মা ইন্নী আসয়ালুকা ইলমান নাফিয়ান ওয়া রিযকান ত্বইয়্যিবান ওয়া আমালান মুতাকাব্বালান। ((ইবনে মাজাহ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী বিদ্যা, পবিত্র রিষিক এবং গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করি।

(رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» (رواه مسلم)

উচ্চারণ: রব্বি কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তুব'য়াসু ইবাদুকা। (মুসলিম)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার আযাব হতে বাঁচাও যেদিন তোমার বান্দারা উত্থিত হবে।
ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর হলে বলবেঃ

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير» (رواه البخاري و مسلم)
উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ ওয়াঞ্দান্থ লা শারীকালান্থ, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়িদিকাদীর। (১০ বার)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (তিরমিয়ী, আহমাদ ও নাসায়ী)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1398

👤 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন